শব্দের প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন–৩ শব্দ বলতে কী বোঝ? উৎপত্তি অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। *[য. বো. '০৫, '০৭; ব. বো. '০৬, '০৯; রা. বো. '০৭, '১২, '১৪; সি. বো. '০৯; কু. বো. দি. বো. '১০; ঢা. বো. '০৩, '০৯,'১২; সি. বো. '১৩]*

উত্তর:

ভমিকা: ভাষার সবচেয়ে কার্যকর অর্থবাহী একক হলো শব্দ। মানুষ যখন মনের ভাব, অনুভূতি, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া বা সম্পর্ক প্রকাশ করতে চায়, তখন শব্দের সাহায্যে তা করে। শব্দ ছাড়া ভাষা সম্ভব নয় এবং ভাষা ছাড়া মানুষের সভ্যতা, জ্ঞান, সংস্কৃতি– কিছুই সম্ভব নয়। তাই শব্দকে ভাষার প্রাণ বলা যায়।

বাংলা শব্দভান্ডার একটি বিশাল ও বৈচিত্র্যময় জগৎ। এই শব্দভান্ডার একদিনে বা এক উৎস থেকে তৈরি হয়নি। হাজার বছরের ইতিহাস, সভ্যতার সংঘাত ও মিলন, ধম, বাণিজ্য, শাসন ও শিক্ষার বিবতনের মধ্য দিয়ে বাংলা শব্দভান্ডার আজকের রপ পেয়েছে।

শব্দের সংজ্ঞার্থ

এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে যখন একটি নির্দিষ্ট ও নিয়মতান্ত্রিক অর্থ প্রকাশ করে এবং ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহারযোগ্য হয়, তখন তাকে শব্দ বলে। শুধু ধ্বনির সমষ্টি শব্দ নয়; অর্থবাহিতা ও ব্যবহারযোগ্যতা শব্দের অপরিহার্য শর্ত।

সংজ্ঞার্থ: এক বা একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে যখন কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহারযোগ্য হয়, তখন তাকে শব্দ বলে।

যেমন– 'ক', 'ল', 'ম'– তিনটি আলাদা ধ্বনি; কিন্তু একত্রে 'কলম' হলে তা একটি লেখার উপকরণ বোঝায় এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই 'কলম' একটি শব্দ। 'আমি', 'বাজার', 'যাই', 'না', 'মা', 'ঘর', 'মানুষ'– প্রতিটি একটি শব্দ, কারণ এগুলো উচ্চারণযোগ্য এবং অর্থবোধক।

শব্দের দৈর্ঘ্য দিয়ে শব্দত্ব নির্ধারিত হয় না। 'ও' এক অক্ষরের শব্দ হতে পারে, আবার 'বিশ্ববিদ্যালয়' দীর্ঘ শব্দ হয়েও একক অর্থ বহন করে। তবে শব্দের অর্থ সব সময় স্থির নয়। 'মাথা' শরীরের অঙ্গ, কিন্তু 'মাথা খাটানো' মানে বুদ্ধি ব্যবহার করা; 'হাত' দেহের অংশ, কিন্তু 'হাত দেওয়া' মানে কোনো কাজে শুরু করা। তাই শব্দকে শুধু অভিধানের অর্থে নয়, ব্যবহার, প্রসঙ্গ ও ইতিহাসের আলোয় বুঝতে হয়।

বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকের মতে শব্দ

লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড: A minimum free form is a word – অর্থাৎ, ন্যূনতম স্বাধীন রূপই শব্দ। এই সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী 'কলম', 'যাও', 'না', 'আমি' শব্দ; কারণ এগুলো একা ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু '-গুলো', '-তে', '-র' অর্থবাহী হলেও একা স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

ফার্দিনাঁ দ্য সস্যুর: ভাষাকে চিহ্নব্যবস্থা (language is a system of signs) হিসেবে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে শব্দ হলো ধ্বনিরূপ (signifier) ও ধারণা (signified)-এর সম্পর্ক। 'গাছ' শব্দটি শুধু ধ্বনি নয়; এটি একটি মানসিক ধারণাও জাগায়।

এডওয়ার্ড স্যাপির: ভাষাকে বলেছেন, 'a purely human and non-instinctive method'– মানুষের স্বেচ্ছাকৃত প্রতীকমূলক ভাবপ্রকাশের পদ্ধতি। এই দৃষ্টিতে শব্দ সেই প্রতীকব্যবস্থার কার্যকর একক।

Haspelmath ও Sims: আধুনিক রূপতত্ত্বে শব্দকে word-form ও lexeme-এর পার্থক্যে বোঝানো হয়। যেমন– 'খাই', 'খেয়েছি', 'খাবে'– ভিন্ন word-form; কিন্তু মূল বিষয় হলো 'খাওয়া'।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: বাংলা ভাষার গঠন ও ব্যাকরণকে বাংলা ভাষার নিজস্ব স্বভাবের আলোকে বিচার করার যে পথ তৈরি করেন, তা শব্দশ্রেণি বোঝার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

উৎপত্তি অনুসারে বাংলা শব্দের শেণিবিভাগ

উৎপত্তি বা উৎসের ভিত্তিতে বাংলা শব্দকে পাঁচটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়–

শ্রেণি	উৎস	উদাহরণ
১. তৎসম	সংস্কৃত থেকে প্রায় অপরিবর্তিত	চন্দ্র, অগ্নি, ধর্ম, বৃক্ষ
২. তদ্ভব	সংস্কৃত > প্রাকৃত > অপভ্রংশ > বাংলা	চাঁদ, মাছ, হাত, সাপ
৩. দেশি	স্থানীয়/লোকভাষাগত/অনার্য উৎস	চুলা, কুলা, ঢেঁকি, ডাব
৪. বিদেশি	অন্য ভাষা থেকে গৃহীত (loanword)	স্কুল, কাগজ, জানালা, সাবান
৫. মিশ্র/সংকর	ভিন্ন উৎসের উপাদান মিলিত	স্কুলঘর, পন্ডিত-স্যার, কাগজপত্র

১. তৎসম শব্দ: 'তৎসম' শব্দের অর্থ– তার সমান, অর্থাৎ সংস্কৃত রূপের সঙ্গে বাংলা রূপের সাম্য আছে। যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে কোনো পরিবতন ছাড়াই বা সামান্য পরিবর্তন সহ বাংলায় এসেছে, সেগুলো তৎসম শব্দ।

তৎসম শব্দ সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক, সাহিত্যিক, শাস্ত্রীয়, ধর্মীয় বা গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, ব্যাকরণ, আইন ও প্রশাসনিক পরিভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার এখনও প্রবল। যেমন– ধ্বনি, বর্ণ, রূপ, বাক্য, অন্বয়, কারক, বিভক্তি, প্রত্যয়, সমাস– এসব ব্যাকরণিক শব্দের অধিকাংশই তৎসম।

সাধারণ/চলিত রূপ	তৎসম রূপ	ব্যবহারগত পার্থক্য
চাঁদ	চন্দ্র	চন্দ্র → বেশি সাহিত্যিক/শাস্ত্রীয়
আগুন	অগ্নি	অগ্নি → ধর্মীয়/শাস্ত্রীয়/কাব্যিক
ঘর	গৃহ	গৃহ → প্রাতিষ্ঠানিক/লিখিত
বই	পুস্তক	পুস্তক → প্রমিত-লিখিত/প্রাতিষ্ঠানিক
ফুল	পুষ্প	পুষ্প → কাব্যিক ভাষা

তৎসম শব্দ বাংলা ভাষাকে ভাবের গাম্ভীর্য, পরিভাষাগত ক্ষমতা এবং শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আরও উদাহরণ: সূর্য, ধর্ম, কর্ম, বৃক্ষ, নক্ষত্র, বিদ্যা, গৃহ, পুস্তক, পুষ্প, জল, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী, মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা।

২. তদ্ভব শব্দ: 'তদ্ভব' অর্থ– তা থেকে উৎপন্ন। যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ধ্বনিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে, সেগুলো তদ্ভব শব্দ। এগুলো বাংলার মুখের ভাষার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গেছে।

তদ্ভব শব্দ বাংলার স্বাভাবিকতার মেরুদণ্ড। এগুলো ব্যবহার করলে ভাষা সহজ, ঘরোয়া ও স্বাভাবিক শোনায়। ধ্বনিগত পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম: যুক্তব্যঞ্জন সরলীকৃত হয়, দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়, আর শেষের ব্যঞ্জনধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়।

সংস্কৃত রূপ	মধ্যবর্তী রূপ (প্রাকৃত/অপভ্রংশ)	বাংলা তদ্ভব	অর্থ
হস্ত	হত্থ / হত্থ	হাত	অঙ্গ
মৎস্য	মচ্ছ / মছ	মাছ	জলজ প্রাণী
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ	উপগ্রহ
কর্ণ	কণ্ণ	কান	শ্রবণেন্দ্রিয়
নাসিকা	নাসা/নাক্ক	নাক	ঘ্রাণেন্দ্রিয়
দধি	দহি	দই	খাদ্য
সর্প	সপ্প	সাপ	সরীসৃপ
বধূ	বহু	বউ	পুত্রবধূ/স্ত্রী
দুগ্ধ	দুদ্ধ	দুধ	পানীয়
রাত্রি	রত্তি	রাত	নিশি

তদ্ভব শব্দ বাংলা ভাষার প্রাণভিত্তি। 'হাত ধোও।', 'মাছ খাও।', 'চাঁদ উঠেছে।', 'দুধ দাও।'– এসব বাক্য বাংলার স্বাভাবিক কথ্যরীতির সঙ্গে মিশে আছে। এগুলোকে তদ্ভব বলার কারণ হলো এগুলো সংস্কৃত উৎস থেকে এলেও ধ্বনিগত পরিবর্তনের কারণে মূল রূপটি আর স্পষ্ট নেই।

৩. দেশি শব্দ: দেশি শব্দ হলো এমন শব্দ, যার উৎস সংস্কৃত বা পরিচিত বিদেশি ভাষায় সরাসরি পাওয়া যায় না। এগুলো বাংলার স্থানীয় লোকভাষা, অনার্য ভাষা, আদিবাসী ভাষা বা প্রাচীন আঞ্চলিক ভাষাপরিসর থেকে এসেছে বলে বিবেচিত।

কৃষিজীবন, গৃহস্থালি, লোকসংস্কৃতি, নদী-মাটি, গ্রামজীবন ও দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে এসব শব্দের গভীর সম্পর্ক আছে। দেশি শব্দ বাদ দিলে বাংলা ভাষা খুবই কৃত্রিম হয়ে পড়ত। এগুলো শুধু শব্দ নয়– বাংলার লোকজ সংস্কৃতির ভাষিক চিহ্ন।

দেশি শব্দ	অর্থ	ব্যবহারক্ষেত্র
ডাব	কচি নারিকেল	খাদ্য, গ্রামজীবন
কুলা	ধান ঝাড়ার পাত্র	কৃষিজীবন
চুলা	রান্নার উনুন	গৃহস্থালি
ঢেঁকি	ধান ভানার যন্ত্র	গ্রামীণ প্রযুক্তি

চোঙা	নলাকার পাত্র	লোকব্যবহার
ঝুড়ি	বহনপাত্র	গৃহস্থালি
টোপর	শিরোভূষণ	লোকাচার
ডিঙি	ছোটো নৌকা	নদীজীবন
কুড়ি	বিশ সংখ্যা	গণনা/লোকব্যবহার

দেশি শব্দ বাংলা ভাষাকে মাটির গন্ধ দিয়েছে। এগুলো ছাড়া বাংলা ভাষায় গ্রামীণ জীবন, রান্না, কৃষি, নদী ও লোকাচারের স্মৃতি এতটা ঘনভাবে ধরা পড়ত না। তাই দেশি শব্দ কেবল শব্দ নয়; এগুলো বাংলার লোকজ সংস্কৃতির ভাষিক চিহ্ন।

৪. বিদেশি শব্দ (Loanword): বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, রাজনৈতিক শাসন, প্রশাসন, সুফি-সংস্কৃতি, ঔপনিবেশিক শিক্ষা, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলে বহু বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। ভাষাবিজ্ঞানে এগুলোকে loanword বলা হয়। Haspelmath ও Tadmor-এর আলোচনায় loanword বলতে এমন শব্দকে বোঝানো হয়েছে, যা কোনো এক সময় এক ভাষার শব্দভান্ডারে অন্য ভাষা থেকে প্রবেশ করেছে। loanword বাংলায় এসে শুধু বিদেশি শব্দ হিসেবে থাকে না; বাংলা ব্যাকরণে মিশে যায়। 'স্কুল' থেকে 'স্কুলে', 'স্কুলটা', 'স্কুলঘর'; 'ডাক্তার' থেকে 'ডাক্তারের', 'ডাক্তারখানা'– এভাবেই বিদেশি শব্দ বাংলার নিজস্ব ব্যবহারে অভিযোজিত হয়।

উৎসভাষা	প্রবেশের প্রধান ক্ষেত্র	উদাহরণ
আরবি	ধর্ম, আইন, সমাজ, নৈতিকতা	আল্লাহ, আদালত, খবর, কবর, ফসল
ফারসি	প্রশাসন, দরবার, সংস্কৃতি	কাগজ, দরজা, বাগান, রং, নামাজ
তুর্কি	সামরিক/দরবারি/গৃহস্থালি	কাঁচি, বাবুর্চি, বেগম
পর্তুগিজ	বাণিজ্য, গৃহস্থালি	আলমারি, জানালা, পাউরুটি, সাবান
ইংরেজি	শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রশাসন	স্কুল, অফিস, ট্রেন, ডাক্তার
ফরাসি	নগরজীবন, সংস্কৃতি	রেস্তোরাঁ, গ্যারেজ, ক্যাফে
চীনা	খাদ্য, উদ্ভিদ, বাণিজ্য	চা, লিচু, চিনি, টোফু
জাপানি	আধুনিক সংস্কৃতি, খেলাধুলা	রিকশা, সুনামি, জুডো

বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষাকে ইতিহাস, ধর্ম, প্রশাসন, বাণিজ্য, আধুনিকতা ও বিশ্বসংযোগের ভাষা দিয়েছে। এই বিদেশি শব্দের প্রবেশকে বাংলার দুর্বলতা বলা ঠিক নয়; বরং এটি বাংলার গ্রহণশক্তি ও বহুমাত্রিকতার প্রমাণ।

৫. মিশ্র বা সংকর শব্দ: মিশ্র বা সংকর শব্দ হলো এমন শব্দ, যেখানে দুই বা ততোধিক ভিন্ন উৎসের উপাদান মিলে নতুন শব্দ তৈরি করে। বাংলার শব্দভান্ডারে এ ধরনের শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের শব্দ দেখায় যে, বাংলা ভাষা শুধু শব্দ ধার করে না; ধার করা শব্দকে নিজের মতো করে ব্যবহার করে নতুন শব্দও তৈরি করে।

মিশ্র শব্দ	উপাদান	উৎসগত বিশ্লেষণ
পন্ডিত-স্যার	পন্ডিত + স্যার	তৎসম/সংস্কৃত + ইংরেজি
স্কুলঘর	স্কুল + ঘর	ইংরেজি + বাংলা
ডাক্তারখানা	ডাক্তার + খানা	ইংরেজি + ফারসি/ভারতীয়
গোলাপি	গোলাপ + ই	ফারসি + বাংলা প্রত্যয়
মাস্টারি	মাস্টার + ই	ইংরেজি + বাংলা প্রত্যয়
কাগজপত্র	কাগজ + পত্র	ফারসি + তৎসম
হাসপাতালে	হাসপাতাল + এ	ইংরেজি + বাংলা বিভক্তি

মিশ্র শব্দ বাংলা ভাষার গ্রহণশক্তি ও সৃজনশক্তির পরিচায়ক। এ ধরনের শব্দ দেখায়, ভাষা শুধু শব্দ ধার করে না; ধার করা শব্দকে নিজের মতো করে ব্যবহার করে, নতুন প্রেক্ষিতে বসায়, নতুন অর্থ তৈরি করে।

বাংলা শব্দভান্ডার একাধিক উৎসের মিলিত ফল। তৎসম শব্দ ভাষাকে শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য দিয়েছে; তদ্ভব শব্দ দিয়েছে মুখের ভাষার প্রাণ; দেশি শব্দ দিয়েছে মাটির গন্ধ; বিদেশি শব্দ দিয়েছে ইতিহাস ও আধুনিকতার ছোঁয়া; আর মিশ্র শব্দ দেখিয়েছে বাংলার নিজস্ব সৃজনশীলতা।

প্রশ্ন–৪ **গঠন অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।** *[কু. বো. '০৪; চ. বো. '১০; রা. বো. '১৩]*

উত্তর:

শব্দকে শুধু উৎসের দিক থেকে নয়, গঠনের দিক থেকেও বিচার করা যায়। গঠনের বিশ্লেষণ ভাষার অভ্যন্তরীণ কাঠামো, শব্দ নির্মাণের পদ্ধতি এবং ভাষার সৃজনশীল ক্ষমতা বুঝতে সাহায্য করে। বাংলা ব্যাকরণে গঠন অনুসারে শব্দকে প্রধানত দুটি বড়ো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়– মৌলিক বা সিদ্ধ শব্দ এবং সাধিত বা জটিল শব্দ। এই বিভাজন রূপতত্ত্বের (morphology) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

Haspelmath ও Sims রূপতত্ত্বকে শব্দের গঠন ও রূপপরিবর্তনের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করে দেখিয়েছেন যে, শব্দ কীভাবে তৈরি হয় এবং কীভাবে একই মূল থেকে ভিন্ন রূপ পাওয়া যায়, তা বোঝা ভাষার গভীর কাঠামো অনুধাবনের জন্য জরুরি। বাংলা ভাষায় এই গঠনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকরণচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

গঠন অনুসারে শ্রেণি	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
১. মৌলিক/সিদ্ধ শব্দ	আর ছোটো অর্থপূর্ণ অংশে ভাঙা যায় না।	নাক, লাল, তিন, মা, ঘর
২. সাধিত/জটিল শব্দ	একাধিক গঠন-উপাদানে তৈরি।	ঢাকাই, বিদ্যালয়, রাজনীতি

১. মৌলিক বা সিদ্ধ শব্দ: যে শব্দকে বর্তমান ব্যবহার থেকে আর ছোটো অর্থপূর্ণ অংশে ভাঙা যায় না, তাকে মৌলিক বা সিদ্ধ শব্দ বলে। এগুলো ভাষার মূল উপাদান বা 'ইট' হিসেবে কাজ করে।

সংজ্ঞার্থ: যে শব্দকে বর্তমান ব্যবহার থেকে আর ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ এককে বিভক্ত করা যায় না, তাকে মৌলিক বা সিদ্ধ শব্দ বলে।

যেমন– 'নাক' শব্দকে 'না + ক' করলে কোনো অর্থপূর্ণ গঠন পাওয়া যায় না। 'লাল' শব্দকেও আজকের ব্যবহারে বিশ্লেষণযোগ্য নয়। তাই এগুলো মৌলিক শব্দ।

শব্দশ্রেণি	মৌলিক শব্দের উদাহরণ
বিশেষ্য (Noun)	ঘর, নদী, মানুষ, পাখি, গাছ, মাটি, আকাশ।
বিশেষণ (Adjective)	লাল, ভালো, ছোটো, বড়ো, কালো, সাদা।
সর্বনাম (Pronoun)	আমি, তুমি, সে, আমরা, তারা।
ক্রিয়ামূল (Verb root)	যা, খা, দে, নে, আয়, যাও।
অব্যয় (Indeclinable)	কিন্তু, এবং, তবু, ও, না।

মৌলিক শব্দ ভাষার শিকড়। এগুলো থেকেই উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস, সন্ধির মাধ্যমে নতুন সাধিত শব্দ তৈরি হয়। মৌলিক শব্দ ছাড়া ভাষার কোনো কাঠামোই তৈরি করা সম্ভব নয়।

২. সাধিত বা জটিল শব্দ: যে শব্দ কোনো মৌলিক শব্দ, ধাতু বা শব্দমূলের সঙ্গে উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস, সন্ধি বা অন্য গঠনপ্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈরি হয়, তাকে সাধিত বা জটিল শব্দ বলে। এই শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে একাধিক অর্থপূর্ণ অংশ পাওয়া যায়।

সংজ্ঞার্থ: যে শব্দ মৌলিক শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস বা সন্ধির মাধ্যমে গঠিত হয় এবং বিশ্লেষণ করলে একাধিক অর্থপূর্ণ উপাদান পাওয়া যায়, তাকে সাধিত বা জটিল শব্দ বলে।

সাধিত শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াগুলো হলো– (ক) উপসর্গযোগে, (খ) কৃৎ-প্রত্যয়যোগে, (গ) তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে, (ঘ) সমাসযোগে, (ঙ) সন্ধিযোগে, (চ) দ্বিরুক্তিতে।

(ক) উপসর্গযোগে গঠিত সাধিত শব্দ: উপসর্গ হলো এমন শব্দাংশ, যা মূল শব্দের আগে যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে বা নতুন অর্থ তৈরি করে। বাংলায় তিন ধরনের উপসর্গ আছে – সংস্কৃত উপসর্গ, বাংলা উপসর্গ ও বিদেশি উপসর্গ।

উপসর্গ	মূল শব্দ	সাধিত শব্দ	অর্থ
প্র	হার	প্রহার	আঘাত
আ	হার	আহার	খাওয়া
বি	হার	বিহার	ভ্রমণ
হার	সংহার	ধ্বংস	নাশ
অনু	কার	অনুকার	অনুকরণ
উপ	কার	উপকার	সহায়তা
নি	কার	নিকার	নিম্নমানের

অ	কাজ	অকাজ	অনুচিত কাজ
অনা	দর	অনাদর	অসম্মান
গর	মিল	গরমিল	অসামঞ্জস্য

(খ) কৃৎ-প্রত্যয়যোগে গঠিত সাধিত শব্দ: ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে শব্দ তৈরি হয়, তাকে কৃদন্ত শব্দ বলে। কৃৎ-প্রত্যয় ক্রিয়াকে বিশেষ্য বা বিশেষণে পরিণত করে।

ধাতু/ক্রিয়ামূল	প্রত্যয়	সাধিত শব্দ	অর্থ
দোল	না (কৃৎ)	দোলনা	দোলার বস্তু
খেল	না (কৃৎ)	খেলনা	খেলার বস্তু
পড়	আ (কৃৎ)	পড়া	পাঠ করা
দেখ	আ (কৃৎ)	দেখা	দর্শন
চল	তি (কৃৎ)	চলতি	চলমান
বাজ	নো (কৃৎ)	বাজানো	বাজানোর ক্রিয়া

(গ) তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত সাধিত শব্দ: বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়। তদ্ধিত প্রত্যয় সংস্কৃত ও বাংলা উভয় উৎসের হতে পারে।

মূল শব্দ	প্রত্যয়	সাধিত শব্দ	অর্থ
ঢাকা	আই	ঢাকাই	ঢাকা-সম্পর্কিত
ন্যাকা	মি	ন্যাকামি	ন্যাকা আচরণ
মিষ্টি	আনা	মিষ্টিআনা	মিষ্টির দোকান
লোভ	ই	লোভী	লোভযুক্ত
সাহস	ী	সাহসী	সাহসযুক্ত
মানব	ইক	মানবিক	মানব-সম্পর্কিত
বাংলা	দেশ + ই	বাংলাদেশি	বাংলাদেশ-সম্পর্কিত

(ঘ) সমাসযোগে গঠিত সাধিত শব্দ: দুই বা ততোধিক পদ মিলে যখন একটি নতুন পদ গঠিত হয় এবং সেগুলোর মধ্যবর্তী বিভক্তি বা শব্দ লুপ্ত হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। সমাস বাংলায় অনেক ধরনের– দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব।

সমাসের নাম	উদাহরণ	গঠন বিশ্লেষণ
কর্মধারয় সমাস	নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম
তৎপুরুষ সমাস	রাজনীতি	রাজ্যের নীতি
বহুব্রীহি সমাস	পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা (=পদ্ম)
দ্বন্দ্ব সমাস	মা-বাবা	মা ও বাবা
দ্বিগু সমাস	ত্রিভুজ	তিন ভুজের সমাহার
অব্যয়ীভাব সমাস	প্রতিদিন	দিন দিন অনুযায়ী
নিত্য সমাস	দেশান্তর	অন্য দেশ

(ঙ) সন্ধিযোগে গঠিত সাধিত শব্দ: দুটি শব্দ বা শব্দাংশের মিলনস্থলে ধ্বনিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াকে সন্ধি বলে। সন্ধিতে দুটি পদের সীমারেখা মিশে যায় এবং একটি নতুন রূপ তৈরি হয়।

মূল পদদ্বয়	সন্ধি	নতুন শব্দ
বিদ্যা + আলয়	স্বরসন্ধি	বিদ্যালয়
হিম + আলয়	স্বরসন্ধি	হিমালয়
জগৎ + ঈশ	ব্যঞ্জনসন্ধি	জগদীশ
তৎ + কাল	ব্যঞ্জনসন্ধি	তৎকাল
নম্ + কার	বিসর্গসন্ধি	নমস্কার
দুঃ + কর	বিসর্গসন্ধি	দুষ্কর

(চ) দ্বিরুক্তি বা পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দ: একই শব্দ বা কাছাকাছি শব্দ পাশাপাশি বসে যখন নতুন অর্থ বা ভাব তৈরি করে, তখন তাকে দ্বিরুক্তি বলে। বাংলায় দ্বিরুক্তি খুবই সাধারণ এবং ভাষাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে তোলে।

দ্বিরুক্তির ধরন	উদাহরণ	অর্থগত বৈশিষ্ট্য
সম্পূর্ণ দ্বিরুক্তি	টিপটিপ, ঝিরঝির, হনহন	অনুভূতি বা গতির তীব্রতা
আংশিক পরিবর্তন	ভালোমন্দ, ছোটোবড়ো, কমবেশি	বিপরীত বা বিস্তৃত অর্থ
অনুকার দ্বিরুক্তি	ঘড়ঘড়, কড়কড়, ঢলঢল	শব্দ বা রূপের অনুকরণ
ক্রিয়ার দ্বিরুক্তি	খেতে খেতে, যেতে যেতে	একযোগে চলমান ক্রিয়া
বিশেষণের দ্বিরুক্তি	একটু একটু, ধীরে ধীরে	ক্রমশতা বা মৃদুতা

গঠনের দিক থেকে বাংলা শব্দকে মৌলিক ও সাধিত– এই দুই ভাগে দেখলে ভাষার কাঠামো স্পষ্ট হয়। মৌলিক শব্দ ভাষার শিকড়; সাধিত শব্দ ভাষার শাখা-প্রশাখা। উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস, সন্ধি ও দ্বিরুক্তির মাধ্যমে বাংলা ভাষা নতন শব্দ তৈরির এক অফুরন্ত ক্ষমতা রাখে– এটিই বাংলার সৃজনশীল ভাষাশক্তির প্রমাণ।

ধাতু-বিভক্তির রূপ

বর্তমান কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম (সম্ভ্রমাত্মক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উত্তম পুরুষ	
	সে		তিনি	আপনি	তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১. সাধারণ	–এ	–এ	–এন	–এন	–অ	–অ	–ইস	–ইস	–ই	–ই
২. ঘটমান	–ইতেছে	–ছে –চ্ছে	–ইতেছেন	–ছেন –চ্ছেন	–ইতেছ	–ছ –চ্ছ	–ইতেছিস	–ছিস্ –চ্ছিস্	–ইতেছি	–ছি –চ্ছি
৩. পুরাঘটিত	–ইয়াছে	–এছে	–ইয়াছেন	–এছেন	–ইয়াছ	–এছ	–ইয়াছিস্	–এছিস্	–ইয়াছি	–এছি
৪. অনুজ্ঞা	–উক	–উক	–উন	–উন	–অ –ও	–অ	–মূলধাতু	–মূলধাতু		

মন্তব্য : –ইতেছ, –ছ, –ইয়াছ, –এছ বিভক্তিগুলোর চিহ্ন অ-কারান্ত।

অতীত কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম (সম্ভ্রমাত্মক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উত্তম পুরুষ	
	সে		তিনি	আপনি	তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
৫. সাধারণ	–ইল	–ল	–ইলেন	–লেন	–ইলে	–লে	–ইলি	–লি	–ইলাম	–লাম –লুম
৬. নিত্যবৃত্ত	–ইত	–তে –তো	–ইতেন	–তেন	–ইতে	–তে	–ইতিস্	–তিস্	–ইতাম	–তাম –তুম
৭. ঘটমান	–ইতেছিল	–ছিল	–ইতেছিলেন	–ছিলেন	–ইতেছিলে	–ছিলে –চ্ছিলে	–ইতেছিলি	–ছিলি –চ্ছিলি	–ইতেছিলাম	–ছিলাম
৮. পুরাঘটিত	–ইয়াছিল	–এছিল	–ইয়াছিলেন	–এছিলেন	–ইয়াছিলে	–এছিলে	–ইয়াছিলি	–এছিলি	–ইয়াছিলাম –ইয়াছি	–এছিলুম –এছিলাম

দ্রষ্টব্য: পরে ‘চ্ছ’ থাকলে কর ধাতুর ‘র’ লোপ পায় (কচ্ছিলে, কচ্ছিলি)।

ভবিষ্যৎ কাল

৯. সাধারণ	–ইবে	–বে	–ইবেন	–বেন	–ইবে	–বে	–ইবি	–বি	–ইব	–ব –বো
১০. অনুজ্ঞা	–ইবে	–বে	–ইবেন	–বেন	–ইও	–ও	–ইস	–ইস		

দ্রষ্টব্য: –ইল, –ল, –ইত, –ইতেছিল, –ছিল, –এছিল বিভক্তিগুলো উচ্চারণে অ-কারান্ত।

কর্ ধাতুর রূপ (সর্, গড়্, চল্ প্রভৃতি কর-আদিগণ)

কাল	সে		তিনি	আপনি	তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১. সাধারণ বর্তমান	করে	করে	করেন	করেন	কর	কর	করিস	করিস	করি	করি
২. ঘটমান বর্তমান	করিতেছে	করছে	করিতেছেন	করছেন	করিতেছ	করছ	করিতেছিস	করছিস	করিতেছি	করছি
৩. পুরাঘটিত বর্তমান	করিয়াছে	করেছে	করিয়াছেন	করেছেন	করিয়াছ	করেছ	করিয়াছিস	করেছিস	করিয়াছি	করেছি
৪. বর্তমান অনুজ্ঞা/ আকাঙ্ক্ষা	করুক	করুক	করুন	করুন	কর	কর	কর্	কর্	০	০
৫. সাধারণ অতীত	করিল	করল	করিলেন	করলেন	করিলে	করলে	করিলি	করলি	করিলাম	করলাম
৬. নিত্যবৃত্ত অতীত	করিত	করত	করিতেন	করতেন	করিতে	করতে	করিতিস	করতিস	করিতাম	করতাম
৭. ঘটমান অতীত	করিতেছিল	করছিল	করিতেছিলেন	করছিলেন	করিতেছিলে	করছিলে	করিতেছিলি	করছিলি	করিতেছিলাম	করছিলাম
৮. পুরাঘটিত অতীত	করিয়াছিল	করেছিল	করিয়াছিলেন	করেছিলেন	করিয়াছিলে	করেছিলে	করিয়াছিলি	করেছিলি	করিয়াছিলাম	করেছিলাম
৯. সাধারণ ভবিষ্যৎ	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিবে	করবে	করিবি	করবি	করিব	করব
১০. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিও	করো	করিস	করিস	০	০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: তিনটি কালের দশটি ক্রমিক রূপের জন্য আমরা ধাতুরূপ সাধনে এরপর কালের পরিবর্তে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ ক্রমিক সংখ্যাগুলো ব্যবহার করব।

কর, করিতেছ, করছ, করিয়াছ, করেছ– শব্দগুলো শেষ ধ্বনির উচ্চারণ অ-কারান্ত।

যা-ধাতুর রূপ

(আদিবর্ণ আ-কার যুক্ত: খা, যা, পা, ধা প্রভৃতি খা-আদিগণ)

	সাধু		চলিত
১.	যায়। যান। যাও। যাইস। যাই।	১.	যায়। যান। যাও। যাস। যাই।
২.	যাইতেছে। যাইতেছেন। যাইতেছ। যাইতেছিস। যাইতেছি।	২.	যাচ্ছে। যাচ্ছেন। যাচ্ছ। যাচ্ছিস। যাচ্ছি।
৩.	গিয়াছে। গিয়াছেন। গিয়াছ। গিয়াছিস। গিয়াছি।	৩.	গেছে (গিয়েছে)। গিয়েছেন (গেছেন)। গিয়েছ (গেছ)। গিয়েছিস (গেছিস)। গিয়েছি (গেছি)।
৪.	যাউক (যাক)। যান। যাও। যা।	৪.	যাক। যান। যাও। যা।
৫.	গেল (যাইল)। গেলেন (যাইলেন)। গেলে (যাইলে)। গেলি (যাইলি)। গেলাম (যাইলাম)।	৫.	গেল। গেলেন। গেলে। গেলি। গেলাম।
৬.	যাইত। যাইতেন। যাইতে। যাইতিস্। যাইতাম।	৬.	যেত। যেতেন। যেতে। যেতিস। যেতাম।
৭.	যাইতেছিল। যাইতেছিলেন। যাইতেছিলে। যাইতেছিলি। যাইতেছিলাম।	৭.	যাচ্ছিল। যাচ্ছিলেন। যাচ্ছিলে। যাচ্ছিলি। যাচ্ছিলাম।
৮.	গিয়াছিল। গিয়াছিলেন। গিয়াছিলে। গিয়াছিলি। গিয়াছিলাম।	৮.	গিয়েছিল। গিয়েছিলেন। গিয়েছিলে। গিয়েছিলি। গিয়েছিলাম।
৯.	যাইবে। যাইবেন। যাইবে। যাইবি। যাইব।	৯.	যাবে। যাবেন। যাবে। যাবি। যাব।
১০.	যাইবে। যাইবেন। যাইও। যাইস।	১০.	যাবে। যাবেন। যেও (যেয়ো)। যাস।

দ্রষ্টব্য: গিয়াছ, গেল, গিয়াছিল, যাইব, যাচ্ছ, গিয়েছ, গেছ, যেত, যাচ্ছিল, গিয়েছিল, যাব-শব্দুলোর উচ্চারণ অ-কারান্ত।

লিখ ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ ই-কার যুক্ত: কিন্ন ঘির, জিত্ ফির, ভিড়, চিন প্রভৃতি লিখ্-আদিগণ)

সাধু		চলিত	
১.	লিখে। লিখেন। লিখ। লিখিস। লিখি।	১.	লেখে। লেখেন। লেখ। লিখিস। লিখি।
২.	লিখিতেছে। লিখিতেছেন। লিখিতেছ। লিখিতেছিস। লিখিতেছি।	২.	লিখছে। লিখছেন। লিখছ। লিখছিস। লিখছি।
৩.	লিখিয়াছে। লিখিয়াছেন। লিখিয়াছ। লিখিয়াছিস। লিখিয়াছি।	৩.	লিখেছ। লিখেছেন। লিখেছ। লিখেছিস। লিখেছি।
৪.	লিখুক। লিখুন। লিখ। লিখ্।	৪.	লিখুক। লিখুন। লেখ। লেখ্।
৫.	লিখিল। লিখিলেন। লিখিলে। লিখিলি। লিখিলাম।	৫.	লিখল। লিখলেন। লিখলে। লিখলি। লিখলাম।
৬.	লিখিত। লিখিতেন। লিখিতে। লিখিতিস। লিখিতাম।	৬.	লিখত। লিখতেন। লিখতে। লিখতিস। লিখতাম।
৭.	লিখিতেছিল। লিখিতেছিলেন। লিখিতেছিলে। লিখিতেছিলি। লিখিতেছিলাম।	৭.	লিখছিল। লিখছিলেন। লিখছিলে। লিখছিলি। লিখছিলাম।
৮.	লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলে। লিখিয়াছিলি। লিখিয়াছিলাম।	৮.	লিখেছিল। লিখেছিলাম। লিখেছিলে। লিখেছিলি। লিখেছিলাম।
৯.	লিখিবে। লিখিবেন। লিখিবে। লিখিবি। লিখিব।	৯.	লিখবে। লিখবেন। লিখবে। লিখবি। লিখব।
১০.	লিখিবে। লিখিবেন। লিখিও (লিখিয়ো)। লিখিস।	১০.	লিখবে। লিখবেন। লিখো। লিখিস।

দ্রবষ্ট্য: লিখ, লেখ, লিখিয়াছ, লিখেছ, লিখছ, লিখিত, লিখল, লিখিতেছিল, লিখছিল, লিখিত, লিখত-শব্দগুলোর উচ্চারণ অ-কারান্ত।

দে (দি) ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ ই-কার যুক্ত: 'নি' ইত্যাদি দি-আদিগণ)

সাধু		চলিত	
১.	দেয়। দেন। দাও। দিস। দেই।	১.	দেয়। দেন। দাও। দিস। দি (দিই)।
২.	দিতেছে। দিতেছেন। দিতেছ। দিতেছিস। দিতেছি।	২.	দিচ্ছে। দিচ্ছেন। দিচ্ছ। দিচ্ছিস। দিচ্ছি।
৩.	দিয়াছে। দিয়াছেন। দিয়াছ। দিয়াছিস। দিয়াছি।	৩.	দিয়েছে। দিয়েছেন। দিয়েছ। দিয়েছিস। দিয়েছি।
৪.	দিক। দিন। দাও। দে।	৪.	সাধু রীতির মতো।
৫.	দিল (দিলো)। দিলেন। দিলে। দিলি। দিলাম।	৫.	সাধু রীতির মতো।
৬.	দিত। দিতেন। দিতে। দিতি। দিতাম।	৬.	সাধু রীতির মতো।
৭.	দিতেছিল। দিতেছিলেন। দিতেছিলে। দিতেছিলি। দিতেছিলাম।	৭.	দিচ্ছিল। দিচ্ছিলেন। দিচ্ছিলে। দিচ্ছিলি। দিচ্ছিলাম।
৮.	দিয়াছিল। দিয়াছিলেন। দিয়াছিলে। দিয়াছিলি। দিয়াছিলাম।	৮.	দিয়েছিল। দিয়েছিলেন। দিয়েছিলে। দিয়েছিলি। দিয়েছিলাম।
৯.	দিবে। দিবেন। দিবি। দিব।	৯.	দেবে। দেবেন। দিবি। দেব।
১০.	দিবে। দিবেন। দিও (দিয়ো)। দিস।	১০.	দেবে। দেবেন। দিও (দিয়ো)। দিস।

উঠ্ ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ উ-কার যুক্ত: উড়, শুন্, পুট্, খুঁজ্, খুল্, ডুব্, তুল্ ইত্যাদি উঠ্-আদিগণ)

সাধু		চলিত	
১.	উঠে। উঠেন। উঠ। উঠিস। উঠি।	১.	ওঠে। ওঠেন। ওঠ। উঠিস। উঠি।
২.	উঠিতেছে। উঠিতেছেন। উঠিতেছ। উঠিতেছিস। উঠিতেছি।	২.	উঠছে। উঠছেন। উঠছ। উঠছিস। উঠছি।
৩.	উঠিয়াছে। উঠিয়াছেন। উঠিয়াছ। উঠিয়াছিস। উঠিয়াছি।	৩.	উঠেছে। উঠেছেন। উঠেছ। উঠেছিস। উঠেছি।
৪.	উঠুক। উঠুন। উঠ। উঠ্।	৪.	উঠুক। উঠুন। ওঠ। ওঠ্।
৫.	উঠিল। উঠিলেন। উঠিলে। উঠিলি। উঠিলাম।	৫.	উঠল। উঠলেন। উঠলে। উঠলি। উঠলাম।
৬.	উঠিত। উঠিতেন। উঠিতে। উঠিতিস। উঠিতাম।	৬.	উঠত। উঠতেন। উঠতে। উঠতিস। উঠতাম।
৭.	উঠিতেছিল। উঠিতেছিলেন। উঠিতেছিলে। উঠিতেছিলি। উঠিতেছিলাম।	৭.	উঠছিল। উঠছিলেন। উঠছিলে। উঠছিলি। উঠছিলাম।
৮.	উঠিয়াছিল। উঠিয়াছিলেন। উঠিয়াছিলে। উঠিয়াছিলি। উঠিয়াছিলাম।	৮.	উঠেছিল। উঠেছিলেন। উঠেছিলে। উঠেছিলি। উঠেছিলাম।
৯.	উঠিবে। উঠিবেন। উঠিবে। উঠিবি। উঠিব।	৯.	উঠবে। উঠবেন। উঠবে। উঠবি। উঠব।
১০.	উঠিবে। উঠিবেন। উঠিও (উঠিয়ো)। উঠিস্।	১০.	উঠবে। উঠবেন। উঠো। উঠিস।

দ্রষ্টব্য: উঠ, ওঠ, উঠছ, উঠিল, উঠিতেছিল, উঠছিল, উঠিয়াছিল– শব্দগুলো উচ্চারণে অ-কারান্ত।

শু-ধাতু (আদ্যবর্ণ উ-কার যুক্ত: চুঁ, নু, ছুঁ ইত্যাদি শু-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১. শোয়া। শোন। শোও। শুস। শুই।	১. শোয়। শোন। শোও। শুস। শুই।
২. শুইতেছে। শুইতেছেন। শুইতেছ। শুইতেছিস। শুইতেছি।	২. শুচ্ছে। শুচ্ছেন। শুচ্ছ। শুচ্ছিস। শুচ্ছি।
৩. শুইয়াছে। শুইয়াছেন। শুইয়াছ। শুইয়াছিস। শুইয়াছি।	৩. শুয়েছে। শুয়েছেন। শুয়েছ। শুয়েছিস। শুয়েছি।
৪. শুক। শোন। শোও। শো।	৪. সাধু রীতির মতো।
৫. শুইল। শুইলেন। শুইলে। শুইলি। শুইলাম।	৫. শুল। শুলেন। শুলে। শুলি। শুলাম।
৬. শুইত। শুইতেন। শুইতে। শুইতিস। শুইতাম।	৬. শুত। শুতেন। শুতে। শুতিস। শুতাম।
৭. শুইতেছিল। শুইতেছিলেন। শুইতেছিলে। শুইতেছিলি। শুইতেছিলাম।	৭. শুচ্ছিল। শুচ্ছিলেন। শুচ্ছিলে। শুচ্ছিলি। শুচ্ছিলাম।
৮. শুইয়াছিল। শুইয়াছিলেন। শুইয়াছিলে। শুইয়াছিলি। শুইয়াছিলাম।	৮. শুয়েছিল। শুয়েছিলেন। শুয়েছিলে। শুয়েছিলি। শুয়েছিলাম।
৯. শুইবে। শুইবেন। শুইবে। শুইবি। শুইব।	৯. শোবে। শোবেন। শোবে। শুবি। শোবো।
১০. শুইবে। শুইবেন। শুইও (শুইয়ো)। শুইবি।	১০. শোবে। শোবেন। শুয়ো। শুস।

দ্রষ্টব্য: শুইছ, শুইতেছ, শুইয়াছ, শুয়েছ, শুইল, শুল, শুইত, শুত, শুইতেছিল, শুচ্ছিল, শুইয়াছিল, শুয়েছিল, শুইত–শব্দগুলো উচ্চারণে অ-কারান্ত।

প্রযোজক ধাতুর রূপ

প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কখনো কখনো মূল ধাতুর সঙ্গে শুধু প্রযোজক রূপটি যুক্ত হয়। যেমন–

শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়াইয়াছেন।– সাধু রূপ।

✓পড়্ + আ = পড়া (প্রযোজক ধাতু) + ইয়াছেন (বিভক্তি)।

শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়িয়েছেন।– চলিত রূপ।

✓পড়্ + ০ (অর্থাৎ, প্রযোজক-প্রকরণের আ যুক্ত হলো না) + ইয়েছেন= পড়িয়েছেন-চলিত রূপ।

চলিত রূপে আরও কয়েকটি ধাতুর পরিবর্তন লক্ষণীয়।

হ-ধাতু : দাঁড়াও, তোমাকে **হওয়াচ্ছি**।

শিখ্-ধাতু : কে তোমাকে গান **শেখাচ্ছে**।

শুন্-ধাতু : এ কী কথা **শোনালি** রে!

প্রযোজক ধাতুর বিভক্তি

বর্তমান কাল

কাল বিভাগ	সে		তিনি	আপনি	তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	*য়	*য়	*ন	*ন	*ও	*ও	*ইস	*স	*ই	*ই
ঘটমান	*ইতেছে	*চ্ছে	*ইতেছেন	*চ্ছেন	*ইতেছ	*চ্ছ	*ইতেছিস	*চ্ছিস	*ইতেছি	*চ্ছি
পুরাঘটিত	*ইয়াছে	*ইয়েছে	*ইয়াছেন	*ইয়েছেন	*ইয়াছ	*ইয়েছ	*ইয়াছিস	*ইয়েছিস	*ইয়াছি	*ইয়েছি
অনুজ্ঞা	*উক	*ক	*ন	*ন	*ও	*ও	*ইস	*স		

অতীত কাল

সাধারণ	*ইল	*ল *লো	*ইলেন	*লেন	*ইলে	*লে	*ইলি	*লি	*ইলাম	*লাম
নিত্যবৃত্ত	*ইত	*ত *তো	*ইতেন	*তেন	*ইতে	*তে	*ইতিস	*তিস	*ইতাম	*তাম
ঘটমান	*ইতেছিল	*চ্ছিল	*ইতেছিলেন	*চ্ছিলেন	*ইতেছিলে	*চ্ছিলে	*ইতিছিলি	*চ্ছিলি	*ইতেছিলাম	*চ্ছিলাম
পুরাঘটিত	*ইয়াছিল *ইয়েছিল		*ইয়াছিলেন *ইয়েছিলেন		*ইয়াছিলে *ইয়েছিলে		*ইয়াছিলি *ইয়েছিলি		*ইয়াছিলাম *ইয়েছিলাম	

ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ	*ইবে	*বে	*ইবেন	*বেন	*ইবে	*বে	*ইবি	*বি	*ইব	*বো
অনুজ্ঞা	*উক	*ক	*বেন	*বেন	*ইও	*য়ো	*ইস্	*স		

জ্ঞাতব্য: ধাতুর প্রযোজক রূপ সাধনে তারকা চিহ্নের (*) স্থলে মূল ধাতুর পরে (আ-কার) সংযোজিত হবে, কিন্তু ০ স্থলে হবে না।

‘কর’ ধাতুর প্রযোজক রূপ

কাল	সে		তিনি	আপনি	তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১. সাধারণ বর্তমান	করায়	করায়	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই
২. ঘটমান বর্তমান	করাইতেছে	করাচ্ছে	করাইতেছেন	করাচ্ছেন	করাইতেছ	করাচ্ছ	করাইতেছিস	করাচ্ছিস	করাইতেছি	করাচ্ছি
৩. পুরাঘটিত বর্তমান	করাইয়াছে	করায়েছে করিয়েছে	করাইয়াছেন	করিয়েছেন	করাইয়াছ	করিয়েছ	করাইয়াছিস	করিয়েছিস	করাইয়াছি	করিয়েছি
৪. বর্তমান অনুজ্ঞা/ আকাঙ্ক্ষা	করাক	করাক	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই
৫. সাধারণ আতীত	করাইল	করাল	করাইলেন	করালেন	করাইলে	করালে	করাইলি	করালি	করাইলাম	করালাম
৬. নিত্যবৃত্ত অতীত	করাইত	করাত	করাইতেন	করাতেন	করাইতে	করাতে	করাইতিস	করাতিস	করাইতাম	করাতাম
৭. ঘটনমান অতীত	করাইতেছিল	করাচ্ছিল	করাইতেছিলেন	করাচ্ছিলেন	করাইতেছিলে	করাচ্ছিলে	করাইতেছিলি	করাচ্ছিলি	করাইতেছিলাম	করাচ্ছিলাম
৮. পুরাঘটিত অতীত	করাইয়াছিল	করিয়েছিল	করাইয়াছিলেন	করিয়েছিলেন	করাইয়াছিলে	করিয়েছিলে	করাইয়াছিলি	করিয়েছিলি	করাইয়াছিলাম	করিয়েছিলাম
৯. সাধারণ ভবিষ্যৎ	করাইবে	করাবে	করাইবেন	করাবেন	করাইবে	করাবে	করাইবি	করাবি	করাইব	করাব
১০. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করাক	করাক	করান	করান	করাইও	করায়ো	করাইস	করাস		

পরিশিষ্ট: ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কতিপয় পরিবর্তন

১. মূলস্বর অ-কারান্ত

কহ্ ধাতু : কইতাম, কইলাম, কইতি, কইতিস, কয়েছিস ইত্যাদি।

২. মূলস্বর আ-কারান্ত :

(ক) খা-ধাতু : খেলাম (খাইলাম), খেলেন (খাইলেন), খেল, খেলে (খাইল), খেয়েছে ইত্যাদি।

(খ) যা-ধাতু : গেল (যাইল), গিয়েছিল, যেত–যেতো–(যাইত), যেতেছিল, যাচ্ছিল (যাইতেছিল) ইত্যাদি।

(গ) গাহ্ (গৈ)-ধাতু : (চলিত রূপ)– গাইত, গাইলাম, গেয়েছি, গেয়েছিলাম, গেয়েছ, গাইলে, গাইতিস, গাইছিস, গাইবে, গাবে, গাইব, গাব ইত্যাদি।

৩. মূলস্বর ই বা ঈ-কারান্ত : শিখ্-ধাতু (চলিত রূপ)– শেখো, শেখেন, শেখে (শিখে), শিখিস, শিখলাম, শেখ ইত্যাদি।

৪. মূলস্বর উ-কারান্ত : শুন্-ধাতু– শোনো, শোনেন, শোনে, শুনলাম, শুনেছি, শুনতাম, শুনেছিস, শোনাও ইত্যাদি।

৫. মূলস্বর এ-কারান্ত : দে, (দি)–ধাতু– দিই, দেয়, দেন, দিন, দাও, দিলাম, দিয়েছিলাম, দিতাম (দিতুম), দেব (দেবো), দিচ্ছে, দিচ্ছিলুম, দাও, দে, দিন, দিক, দিয়ো (দিবো) ইত্যাদি।

৬. মূলস্বর ও-কারান্ত : ধো-ধাতু– ধোয়, ধোন, ধোও, ধুচ্ছিস, ধুইবি, ধুয়েছিল, ধোস ইত্যাদি। বাকি সবগুলো উ-কার যুক্ত ধাতুর রূপের ন্যায়।

প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কয়েকটি পরিবর্তন (বন্ধনীর মধ্যে সাধু রূপটিও দেখানো হলো)

(ক) মূলস্বর অ-কারান্ত : ‘হ’– হইয়েছে (হওয়াইয়াছে), হইয়েছিস (হওয়াইয়াছিস), হইয়েছিলুম (হওয়াইয়াছিলাম), হওয়াচ্ছি (হওয়াইতেছি), হয়ায়ো (হওয়াইও)।

(খ) মূলস্বর ই–ঈ-কারান্ত : হলে প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ কখনো ই-কারান্ত এবং কখনো এ-কারান্ত হয়। যেমন: (সাধু) শিখ > (চলিত) শেখ (ধাতু)।

রূপ সাধন : শিখাই–শেখাই–শিখুই, শেখাও–শিখোও, শেখালুম–শিখোলুম, শেখালে–শিখোলে, শেখাতুম–শিখোতুম, শেখাতিস–শিখেতিস, শেখাত–শিখোতো, শেখাবি–শিখোবি, শিখাচ্ছি–শিখেচ্ছি (শিখাচ্ছি), শেখাচ্ছে–শিখুচ্ছে, শিখাচ্ছিল–শিখেচ্ছিল, শেখাও–শেখোও, শেখ–শিখো।

(গ) মূলস্বর উ-কারান্ত : এর দুটো রূপ দেখা যায়। বন্ধনীর মধ্যে দ্বিতীয় রূপটিও দেখানো হলো।

শুন-ধাতুর রূপসাধন : শুনাই (শোনাই), শোনাও (শুনোও), শুনান (শুনোন), শোনায় (শুনোয়), শুনানি (শুনোনি), শুনালুম (শুনোলুম), শোনাতুম (শুনোতুম), শোনাতিস (শুনেতিস–শুনোতিস–শুনুতিস), শোনাব (শুনোব), শোনাচ্ছ (শুনাচ্ছ), শোনাও (শোনোও)। শোনাস (শুনোস) ইত্যাদি।

বাক্য গঠন : আহা! কী হওয়াটাই না তুমি **হওয়ালে**। দাঁড়াও, তোমাকে **শেখাচ্ছি**। তুই আর আমাকে কী **শিখুবি**? রোজ তোমাকে কত রূপকথা **শোনাই**। 'কী কথা **শুনালি** মোরে'। ওকে তুমি কী **শুনাচ্ছ**?

কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতু/পঙ্গু বা ভগ্নধাতু

বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না। সাধারণ সহকারী ক্রিয়া গঠনে এদের কয়েকটি রূপ পাওয়া যায় মাত্র। যেমন–

১. আ ধাতু : আইল > এল, আইলেন > এলেন, আইলে > এলে, আইলি > এলি, আইলাম > এলাম, আয় (অনুজ্ঞা)।

২. আছ্ ধাতু– (বর্তমান কালে) : আছে, আছেন, আছ, আছিস, আছি।

(অতীত কালে) : ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।

৩. নহ্ ধাতু– (বর্তমান কালে) : নন, নহে, নহেন > নন, নহ, নও, নহস, নহিস, নস, নহি, নই।

৪. বট্ ধাতু– (বর্তমান কালে) : বটে, বটেন, বট, বটিস, বটি।

৫. থাক্ (রহ্) ধাতু– (বর্তমান কালে) : থাকে, থাকেন, রহেন, থাক (রও), থাকিস (রস, রোস, রহিস), থাকি (রই), থাকে (রয়) ইত্যাদি।

অতীত কাল : রহিত (রইত), রহিতেন (রইতেন), রহিতাম (রইতাম–রইতম) ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : রহিবে (রইবে, রবে), রহিবেন, (রইবেন), রহিবি (রইবি), রহিব (রইবো), রহিস (রোস, রোসো)।

বাক্য গঠন: 'কোথাকার জাদুকর **এলি** এখানে।' '**আইল** রাক্ষসকুল প্রভঞ্জন বেগে।' কেমন **আছিস**? কোথায় **ছিলি**? সে ব্যক্তিটি তুমি **নও**। 'একা দেখি কুলবধূ, কে **বট** আপনি?' 'আজি ঘরে একলাটি পারবো না **রইতে**।' **রোসো**, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। 'হেথা **নয়**, হেথা **নয়**, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।'